মেহেরপুরে গাঁজা ও হেরোইনসহ পাঁচজন আটক

মেরেহপুর পৌর শহরের পুরাতন কাজী অফিস পাড়ায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও হেরোইনসহ পাঁচজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল। শুক্রবার রাত দশটার দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো একই এলাকার সোহরাব শেখের ছেলে রাজিব শেখ (৩৮) ও সাইফুল ইসলাম (৪০), বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত আনিসুর রহমান এর ছেলে আশিক (২৭), পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার হাসিবুল মিয়ার ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৬), ও মৃত আব্দুস সালাম এর ছেলে রোকন উদ্দিন (৪৫)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবির এসআই হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই (নি:) আহসান হাবীব, এএসআই (নি:) মাহাতাব উদ্দিন সহ সঙ্গীয় নিয়ে শহরের ৮নং ওয়ার্ড এর পুরাতন কাজী অফিস পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে কাছ থেকে ২০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আরও মাদকের মামলা বিচারাধীন আছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ইকো পার্ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে সুজন আলী (২৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১’শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

শুক্রবার রাতে সুজন আলীকে আটক করা হয়। সুজন আলী নয়াপাড়া গ্রামের রহিম বক্স এর ছেলে। ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবির এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এএসআই (নি:) মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই (নি:) হেলাল উদ্দিন সহ সঙ্গীয় নিয়ে ভাটপাড়া ইকো পার্ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে সুজন আলীকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ১শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে

গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

অভিযুক্ত খুনি সুজন গ্রেফতার ॥ থানায় প্রেস ব্রিফিং

গত শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে দর্শনা পৌর শহরের ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদপাড়ার আসানুল ইসলামের ছেলে জাকির হোসেন (১৯) ও একই পাড়ার আমজাদ আলীর ছেলে সুজন পাপড় ভাজা খাচ্ছিলো। এ সময় জাকির ও সুজনের মধ্যে বাক-বিতন্ডার ঘটনা ঘটে। এর এক পর্যায়ে সুজনের বাবাকে গলা ছিলা ও কান কালা বলে কটাক্ষ করে জাকির।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুজন দৌড়ে বাড়ি থেকে তার বাবা সহ কয়েকজন ধারালো ছুরি এনে হানা দেয় জাকিরের উপর। এ সময় একইপাড়ার তাহার আলীর ছেলে শহিদুল ইসলাম ঠেকাতে আসলে তার বুকে স্বজোরে ছুরিকাঘাত করে সুজন। সুজনের ছুরিকাঘাতে আরো রক্তাক্ত জখম হন শহিদুলের ছেলে ইলফাজ (২২), ফরিদ (৩৫) ও জাকির (২০)।

আহতদের মধ্যে শহিদুলকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সুজন, ইলফাজ ও জাকির দর্শনা কলেজ পড়ুয়া ছাত্র। তাদের মধ্যে ছিলো গভীর বন্ধুত্বও। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিনই বিকাল ৩ টার দিকে মারা যান শহিদুল ইসলাম। এ দিকে অবস্থা বেগতিক বুঝে সুজন সহ তার পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে গা ঢাকা।

এ ঘটনায় নিহত শহিদুলের মেয়ে আমেনা খাতুন বাদি হয়ে সুজনকে প্রধান আসামী করে ৬ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেন। এ মামলার বাকী আসামীর তালিকায় রয়েছে গফুর মিয়ার ছেলে আমজাদ আলী (৪৫), আমজাদ আলীর ছেলে শামীম হোসেন (২৬), আমজাদ আলীর স্ত্রী গোলেহার খাতুন (৪২) মশিউর রহমান ছোটনের স্ত্রী কাজল (৩০) ও বক্স মন্ডলের ছেলে সোলাইমান (৩৮)।

গত সোমবার রাত সাড়ে ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান

রহমান কাজলের নেতৃত্বে, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, জীবননগর থানার এসআই মেফাউল হাসান এবং এএসআই ইমামুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালান চালান ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার ঘুগরি পান্তাপাড়া ইউনিয়নের মানিকদিহি গ্রামে।

ওই গ্রামের জনৈক ব্যাক্তি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত খুনি সুজনকে। সুজনকে গ্রেফতারের পর করা হয় পুলিশি জিজ্ঞাবাদ। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের ঘটনার কথা স্বিকার করেছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে প্রেস ব্রিফিং দেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম। উপস্থিত ছিলেন সহকারি পুলিশ সুপার মোঃ সাজিদ হোসেন, দর্শনা থানার ওসি মাহব্বুর রহমান কাজল, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ, সেকেন্ট অফিসার এসআই আহম্মদ আলী, এসআই আ. রহমান খান, সুমন্ত বিশ্বাস, শিহাব উদ্দিন, মাহমুদুল হাসান মিন্টু, মাজহারুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

এ সময় শহিদুল হত্যাকান্ড সহ সুজনকে গ্রেফতারের ব্যাপারে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম। এ মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর আবু সাঈদ জানান, গ্রেফতারকৃত সুজনকে আজ বুধবার সোপর্দ করা হতে পারে আদালতে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুজনকে ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদনও করা হতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদহ বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

সরকার ঘোষিত চৌদ্দ দিনের লকডাউন বাস্তবায়ন ও কার্যকর করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ

থেকে চুয়াডাঙ্গা সদরের ডিঙ্গেদহ বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর সবুজ কুমার ও সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিখ হোসেনের নেতৃত্বে ডিঙ্গেদহ বাজারসহ আশেপাশের এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে পাঁচ সময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় দশটি মামলায় দশ জনকে সর্বমোট চৌদ্দশ টাকা এবং হেলমেট না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুযায়ী দুই জনকে ছয়শত টাকা জরিমানা করা হয় মোবাইল কোর্ট এর পক্ষ থেকে।

মুজিবনগরে টাকাসহ ৩ জন জুয়াড়ী আটক

মুজিবনগরে টাকা দিয়ে তাসের জুয়া খেলা অবস্থায় ৩ জন জুয়াড়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
সোমবার (২ আগষ্ট) রাত সাড়ে নয়টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সার্কেল)অপু সরোয়ার এর নেতৃত্বে রশিকপুর খা পাড়া পাড়া ইবাদুল শেখের বাড়িতে একটি টিনের চালার নিচে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন,মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের মৃত,কেয়ামতদ্দিন এর ছেলেমুজিদুল শেখ(৪০),মৃত,সার্থক গাইন এর ছেলেশাহিন গাইন(৪০) ও মৃত,তাহাজদ্দীন এর ছেলে
আকামুখ শেখ (৩৫)।

এ সময় মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম,এসআই মোমিনুর রহমানসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।জুয়ারী আটকের সময়নগত ৬হাজার ১শত ৬৬ টাকা,৩ টা মোবাইল ও ১ সেট তাসসেট জব্দ কর হয়।মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম আটকের বিষয়

নিশ্চিত করেন। এবং তাদের নামে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর কারাগারে পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি।

জীবননগর ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জীবননগর বাজারে ভোক্তা অধিকারের অভিযান নোংরা তেলের ড্রামে মরা তেলাপোকা এবং ফার্মেসিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ভারতীয় অবৈধ ঔষধ সহ ০৩টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে জীবননগর শহরে অভিযানে চালিয়ে

মেসার্স নজরুল স্টোরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভোজ্যতেল সংরক্ষণ, মেয়াদ ও মুল্য বিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৭, ৪৩ ধারায় ২ হাজার টাকা ও

মেসার্স আলম মেডিকেল হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ও ভারতীয় অবৈধ ঔষধ রাখার অপরাধে ৩৭ ও ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা ও মেসার্স জনি মেডিকেল হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় সবাইকে মাস্ক পরার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল করতে অনুরোধ করা হয়। এবং করোনা কালিন সময়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনস্বার্থে এরুপ অভিযান অব্যাহত থাকবে ।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে ৪ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর শহরের ষ্টেডিয়ামপাড়া থেকে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের ষ্টেডিয়ামপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর পৌর শহরের ষ্টেডিয়াম পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে, রায়হান খাঁ (৫৬), মোমিন খাঁ (৩৮), রায়হান খাঁর ছেলে টুটুল খাঁ (২৯), মল্লিকপাড়ার রমেশ ক্লিনিক এলাকার শাহাদাৎ হোসেনের ছেলে চঞ্চল (৩৮)।

ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, জেলার বিভিন্ন জায়গায় চলমান মাদকবিরোধী অভিযান এর ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, শহরের ষ্টেডিয়াম পাড়ায় মাদকের কারবার চলছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই (নি:) বিশ্বজিৎ সরকার এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, এসআই হাবিবুর রহমান, এসআই মুক্ত রায় চৌধুরী পিপিএম, এএসআই (নি:) মাহতাব উদ্দিন, এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএস আই আহসান হাবীবসহ ডিবি পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় ০৬ গ্রাম হেরোইন ও হেরোইন বিক্রয়ের ৪৬৫০ টাকা সহ আটক তাদের আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আরও মাদকের মামলা বিচারাধীন আছে।

মুজিবনগরে গাজাসহ মাদক

ব্যাবসায়ী আটক

মুজিবনগরে ২’শ গ্রাম গাজা সহ সুমন মন্ডল (২০) নামের একজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের একটি বন্ধ চায়ের দোকান থেকে গাজা বিক্রি করা অবস্থায় তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত সুমন মন্ডল একই গ্রামের শান্তু মন্ডলের ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনজার্জ আব্দুল হাশেম জানান, সুমন মন্ডল গাজা বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মোমিনুর রহমান,এএসআই নাজমুল ও এএসআই আক্তারসহ পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়।অভিযান চলাকালীন সময়ে বল্লভপুর পূর্ব পাড়া পিটার খা এর বন্ধ চায়ের দোকানে গাজা বিক্রির উদ্যেশে বসে থাকতে দেখে তার কাছে তল্লাশী করে একটি কাগজের মধ্যে ২’শ গ্রাম গাজা পাওয়া যায়।

পরে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। আটককৃত সুমনের নামে মাদকের মামলা দিয়ে রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলেও জানিয়েছে ওসি আব্দুল হাশেম।

দর্শনায় ছুরিকাঘাতে একজন খুন! আহত-৪

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পিতাকে কটুক্তি করায় ছুরি দিয়ে আঘাত করে শহিদুল নামের একজনকে হত্যা করে পালিয়েছে অভিযুক্ত সুজন। এ ঘটনায় আরও ৪ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে নেয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। ঘটনাস্থল পরির্দন করেছে পুলিশের কর্মকর্তারা। ঘটনার সাথে জড়িত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে না পারলেও গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। নিহত শহিদুলের লাশ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

প্রত্যক্ষদর্শিদের কাছ থেকে জানা গেছে, শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে দর্শনা পৌর শহরের ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদপাড়ার আসানুল ইসলামের ছেলে জাকির হোসেন (১৯) ও একই পাড়ার আমজাদ আলীর ছেলে সুজনের মধ্যে পাপড় ভাজা খাওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে বাক-বিতন্ডার ঘটনা। এর এক পর্যায়ে সুজনের বাবাকে গলা ছিলা ও কান কালা বলে কটাক্ষ করে জাকির। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুজন দৌড়ে বাড়ি থেকে তার বাবাসহ কয়েকজন ধারালো ছুরি এনে হানা দেয় জাকিরের উপর।

এ সময় জাকিরের চাচা একই পাড়ার শহিদুল ইসলাম ঠেকাতে আসলে তার বুকে স্বজোরে ছুরিকাঘাত করে সুজন। সুজনের ছুরিকাঘাতে আরও রক্তাক্ত জখম হন শহিদুলের ছেলে ইলফাজ (২২), ফরিদ (৩৫) ও জাকির (২০)। আহতদের মধ্যে শহিদুলকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল ৩ টার দিকে মারা যান শহিদুল ইসলাম।

শহিদুলের মৃত্যু খবর গ্রামে পৌছালে শোকের ছায়া নেমে আসে। আহত ৩ জনই হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ দিকে অবস্থা বেগতিক বুঝে সুজন সহ তার পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে গা ঢাকা। খবর পেয়েই সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান দর্শনা

থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজল, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান ও ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পুলিশ। শুরু করে দফায় দফায় গ্রেফতার অভিযান। বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, এএসপি সাজিদ।

শহিদুলের লাশ ময়না তদন্তের জন্য রাখা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে। সুজন সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শহিদুল হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত মূলহোতা সুজনকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

তবে ওসি কাজল জানান, সুজনকে গ্রেফতারে পুলিশি জাল বিস্তার করা হয়েছে। গ্রেফতার অভিযান রয়েছে অব্যাহত। খুব শিগ্রহে সুজন সহ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে। আজ রোববার শহিদুলের লাশ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারে পুলিশ। এ দিকে দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য জনবহুল এলাকায় ছুরিকাঘাতে হত্যাকান্ডের ঘটনায় বিরাজ করছে আতংক।

চুয়াডাঙ্গায় জাল টাকা ও ২২ কেজি গাঁজাসহ ৩জন আটক

চুয়াডাঙ্গা ফুলবাড়ী সীমান্ত থেকে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশী ১ হাজার টাকার ৯৬ হাজার জাল টাকার নোট ২২ কেজি গাঁজা ও একটি ১২৫ সিসির ডিসকভারি মোটরসাইকেলসহ ৩ জনকে আটক করেছে বিজি ব।

জানাগেছে শনিবার ভোরে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী কুড়ালগাছি গ্রামের নুরুলহুদার ছেলে জাল টাকা তৈরি চক্রের সদস্য আব্দুর ছাত্তার (৩৮) একই উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামের নৃর মোহাম্মদের ছেলে নওশেদ আলী ওরফে গনি (৩৫) ও জুলফিকার আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম (২৫) কে আটক করে।

শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা থানায় ৩ জনকে সোপর্দ করেছে বলে বিজিবি জানায়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের লেঃ কর্নেল মোঃ খালেকুজ্জান পিএসসি জানান, গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তের কুড়ালগাছি গ্রামের জাল নোট তৈরি চক্রের সদস্য আব্দুর ছাত্তার কে ১ হাজার টাকার ৯৬ হাজার টাকাসহ তাকে আটক করা হয়। জাল টাকা তৈরির মেশিন উদ্ধারের জন্য তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক কুড়ালগাছি গ্রামের জাল টাকা চক্রের অন্যতম সদস্য হান্নান ও রানা সহ ঝিনাইদহ জাল টাকার নোট তৈরির মেশিনের খবর পাই।

এদের কে ধরতে বের হলে ঠাকুরপুর সীমান্ত থেকে পৃথক দুটি অভিযানে ২২ কেজি গাঁজাসহ নওশেদ আলী গনি ও সাইফুল ইসলাম কে আটক করা হয়। এ ঘটনায় বিজিবি বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলাসহ সোপর্দ করেছে।